সমকাল

22 APR 2016

সমাজ উন্নয়নে চাই কল্যাণকর শিক্ষা ব্যবস্থা

মুফতি মাহফুযুল হক

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এ যুগে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা অযথা। বর্তমান সমাজের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে অতি সচেতন। আর এ অতি সচেতনতার কারণে শিক্ষা হয়ে গেছে বাণিজ্যিকভাবে অর্থলগ্নির বৃহৎ একটি ক্ষেত্র। এক শ্রেণীর শিক্ষাজীবী শিক্ষা বিক্রি করছে, আরেক শ্রেণীর খরিদ্দার দু'হাতে অর্থ ঢেলে শিক্ষা ক্রয় করছে। তাই দেশ ও জাতি গঠনে, উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। আলোচনা বা প্রশ্নের বিষয় হলো– কোন শিক্ষা দেশ ও জাতির জন্য সুফল বয়ে আনবে? কোন শিক্ষা দেশ ও জাতির জন্য রহমত হবে? কোন শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলা যাবে?

মহাগ্রন্থ কোরআন আমাদের সামনে এ সমস্যার সমাধান দিয়ে রেখেছে। মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবীর (সা.) ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন তাতে ইরশাদ হয়েছে, 'পড়ো, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' এ আয়াতে 'পড়ো' বলেই আদেশ শেষ করা হয়নি। বরং পড়ার জন্য রবের নাম শর্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা কেবল তখনই কাম্য হবে, যখন তার সঙ্গে রবের সম্পর্ক থাকবে। যে শিক্ষার সঙ্গে রবের সম্পর্ক নেই সে শিক্ষা কাম্য শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা রবের পরিচয় ও প্রভাবমুক্ত তা সুশিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা নয়।

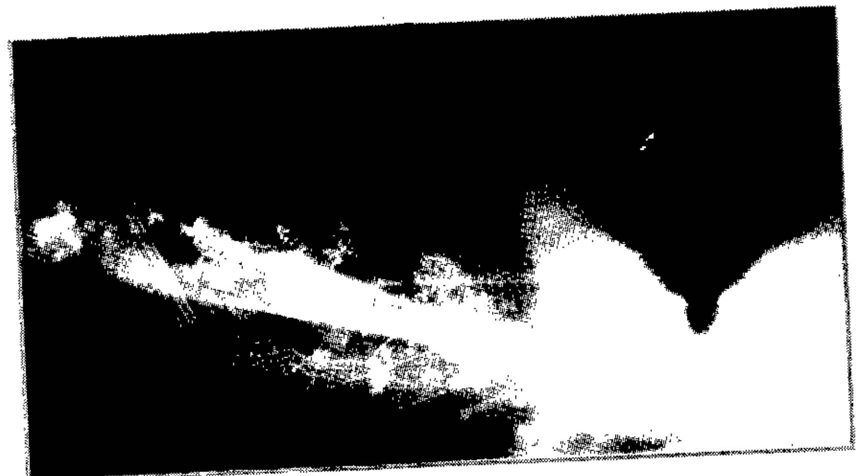

বাংলাদেশ ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু কোনো মূর্খ চুরি করেনি। পরিমল কোনো মূর্খ মানুষ নয়। অতি তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যে মানুষগুলো নিজেদের সহপাঠীকে নির্দয়ভাবে পেটায়, খুন করে, তারা কিন্তু সমাজের গরিব মূর্খ মানুষ নয়। যে চিকিৎসক কমিশনের লোভে রোগীকে অহেতুক টেস্ট করতে পাঠান, যে শিক্ষক কমিশনের মানসিক চাপে কোমল শিক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্রের কৌশলে পছন্দের গাইড কিনতে বাধ্য করেন, তারা কিন্তু মূর্খ মানুষ নয়। যে প্রকৌশলী রডের পরিবর্তে বাঁশ ভেতরে দিয়ে ঢালাই কাজ সেরেছেন তিনি কিন্তু কোনো মূর্খ ব্যক্তি ছিলেন না। শিক্ষিত-মূর্খ সব শ্রেণীর মানুষ সুদ খেলেও সবাই ঘুষ খেতে পারে না। ঘুষ খেতে হলে আগে লেখাপড়া করে অনেক বড় হতে হয়, অনেক সার্টিফিকেট থাকতে হয়, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রশ্নে উত্তীর্ণ হয়ে ওপরের চেয়ারে বসতে হয়। তার পর ঘুষ খাওয়া যায়। তাই ঘুষ যারা খায় তারা সবাই শিক্ষিত।

তাই নিছক শিক্ষা মানুষকে নীতিবান মানুষ বানাতে পারে না, মানুষের বিবেক জাগ্রত করতে পারে না। নীতিবান, চরিত্রবান, বিবেকবান, দুর্নীতিমুক্ত, সৎ মানুষ গঠনের জন্য শিক্ষা হতে হবে রবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেশের মানবসম্পদকে যোগ্য বানানোর পাশাপাশি খোদাভীরুও বানাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সব উপকরণে রবের আলোচনা থাকা। প্রতিটি বিষয় ও বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়কে রবের স্বীকৃতি, স্মরণ ও শ্রদ্ধার মনোভাব দিয়ে ঢেলে সাজানো। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচনা করা, যা অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে, তাদের মেধার বিকাশ ঘটবে আবার পরকালীন জবাবদিহির বোধে উজ্জীবিত হবে। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবন শেষ করে একজন ভালোমানের চিকিৎসক হবে আবার খোদাপ্রেমিকও হবে। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবন শেষ করে সুযোগ্য প্রকৌশলী হবে আবার হবে খোদাভীরু। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবন শেষ করে একজন দক্ষ করণিক হবে আবার পরকালীন জবাবদিহির ভয়ে সদাসতর্ক মানুষ হবে।

মুসলিম শাসনামলের সোনালি দিনগুলোতে মুসলমানরা অশিক্ষিত ও মূর্খ ছিল না। বরং সারা দুনিয়ার সব শাস্ত্রের নেতৃত্ব দিতেন মুসলিম শিক্ষাবিদরা। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু যখন পৃথিবীতে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে, মুসলমানরা বিশ্বের নেতৃত্বের আসন থেকে ছিটকে যায়, তখন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের মতো শিক্ষার নেতৃত্বও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন থেকেই পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে পড়ে রব থেকে বিচ্ছিন্ন।